যুগান্তর
তারিখ 04 APR 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম

পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস সংশোধন করা হবে

বঙ্গবন্ধুর জীবনের সঠিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত হবে

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি থাকবে না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনচিত্র সঠিকভাবে তুলে ধরে পাঠ্যপুস্তকের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি সংশোধন করা হবে। সরকার এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নিয়েছে। বিগত বিএনপি জোট সরকারের আমলে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যেসব পরিবর্তন আনা হয় এরই মধ্যে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, অতীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সময় সময় পরিবর্তন হতে দেখা গেছে। তাই সরকার সঠিক ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির জন্য কাজ করছে। তিনি বলেন, পাঠ্যবইয়ে জাতির জনকের নাম থেকে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও স্বাধীনতার ঘোষণা ও এর তারিখ নিয়ে বিতর্কিত উপস্থাপনা রয়েছে। জাতীয় নেতাদের পরিচয়ের ব্যাপারে বৈষম্য রয়েছে। এসব চিহ্নিত করা সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, বিকৃত ইতিহাস সংশোধন করে সঠিক ও নির্ভুল করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ ব্যাপারে পুরোদমে কাজ চলছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, পাঠ্যপুস্তকের ভুল ও বিকৃত ইতিহাস চিহ্নিত করতে একটি কমিটি কাজ করেছে। কমিটি তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সন্নিবেশিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর বানোয়াট, বিকৃত ও অসত্য ইতিহাস এবং তথ্য ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করে ফেলেছে। আগামী ২০০৮ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক থেকে তা তুলে দিয়ে সঠিক তথ্য ও ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এর মধ্যে চলতি বছর ছাত্রছাত্রীদের বিকৃত ইতিহাস পাঠদানে বিরত রাখার পাঠ্যপুস্তক : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৪

পাঠ্যপুস্তক : সংশোধনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিষয়টিও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে বিগত জোট সরকারের আমলে বিকৃত ইতিহাস অন্তর্ভুক্তির ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে বাংলা, ইতিহাস, সমাজ, পৌরনীতি এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বইগুলোতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ, এই দুই নেতাসহ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের জীবনী আলোচনা সঠিকভাবে করা হয়নি। একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীর নিষ্ঠুরতাও পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায়নি। সূত্র মতে, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আচার অনুষ্ঠানের প্রতিফলন থাকবে পাঠ্যবইয়ে। মুক্তিযুদ্ধে যার যতটুকু অবদান তা পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়াও বিতর্কিত ও রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট লেখকদের লেখা বাদ দেয়া হবে।

বিগত জোট সরকারের আমলে পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতির ইস্যুটি শিক্ষক-অভিভাবক, শিক্ষার্থী, সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক সমালোচিত ছিল। এ নিয়ে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে দাবি উঠেছিল পাঠ্যপুস্তকে সঠিক তথ্য উপস্থাপনের। কিন্তু তৎকালীন সরকার বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে বিতর্ক জিইয়ে রাখে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিকৃত ইতিহাসকে সঠিক বলে প্রচার করা হয়।

মঙ্গলবার মতবিনিময়কালে শিক্ষা উপদেষ্টা সাংবাদিকদের সঙ্গে ইতিহাস বিকৃতি ছাড়াও প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। শিক্ষা উপদেষ্টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত ও মনোনীত প্রতিনিধিদের গণহারে সরিয়ে দেয়ার ঘটনা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের ঘটনার সমালোচনা করেন। এর ভুল প্রয়োগ হয়েছে বলে তিনি জানান।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা উপদেষ্টা সম্পর্কে বলেন, এর মিডটার্ম রিভিউ রিপোর্ট যে সময়ে দেয়ার কথা থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ত্রুটি ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে গেছে। আগামী অক্টোবরে রিপোর্ট প্রকাশ পাবে বলে তিনি জানান। উপদেষ্টা বলেন, বেসরকারি স্কুল-কলেজে সুষ্ঠুভাবে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এনটিআরসি শক্তিশালীকরণ চলছে।

উপবৃত্তি প্রকল্পের বিভিন্ন অনিয়মের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আইয়ুব কাদরী বলেন, কিছুটা গলদ চলছে। এতবড় প্রোগ্রামে কিছুটা সমস্যা থাকতে পারে। পুরোপুরি 'রেকটিফাই' (ঠিককরণ) সম্ভব নয়।

রাজধানীসহ সারাদেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তি দুর্নীতি, শিক্ষকদের কোচিংয়ের নামে শিক্ষার্থী-অভিভাবক হয়রানি ও ফেল করিয়ে দেয়া, অধ্যক্ষ-গভর্নিং বডির সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে উপদেষ্টা বলেন, এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় কাজ করছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যাকশন নেয়ার পরও অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হওয়ার অভিযোগ তাদের কাছে এসেছে। তিনি বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকার কয়েকটি বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৬২ ভাগ। এর মধ্যে পনেরোর্ধ্ব বয়সীদের ৫৫ ভাগ এবং সাতোর্ধ্ব বয়সী ৬২ ভাগ সাক্ষরতা রয়েছে। তিনি বলেন, অন্যান্য সংস্থার মতো সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনও পুনর্গঠনের চিন্তাভাবনা করছে। সরকারি কলেজের প্রভাষকদের পদোন্নতি পিএসসির মাধ্যমে এবং জাতীয়করণের মাধ্যমে নিযুক্তদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও আদালতের ইনজাংশনের কারণে স্থগিত রয়েছে। মামলা প্রত্যাহার এবং নিজেরা মিলে না এলে এ সমস্যার সমাধান হবে না বলে তিনি জানান।